দুনিয়া এক রহস্য-ঘেরা জায়গা! এখানে মানুষ আসে। শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সিঁড়ি বেয়ে বার্ধক্যে পৌছে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে যায়। এই স্বল্পতম সময়ে দুনিয়াবি সফলতার চাবি অর্জনে মানুষ সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সংগ্রাম করে; অথচ সে জানে না উপরে উঠতে গিয়ে সে কতটা নিচে নেমে যাচ্ছে!!

দুনিয়ার সাথে আমাদের সত্যিকার সম্পর্ক কী? দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? প্রকৃত সফলতা কিসে? নাবি-রাসূলদের জীবন ও বক্তব্য থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন সাড়ে এগারো শত বছর পূর্বে রচিত এক মহামূল্যবান গ্রন্থ 'কিতাবুয যুহ্দ বা রাসূলের চোখে দুনিয়া'।

# রাসূলের চোখে দুনিয়া

['কিতাবুয যুহ্‌দ' গ্রন্থের অনুবাদ]

মূল:

## ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খ্রি.)

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

# বিষয়সূচী


অনুবাদকের কথা ..... ২৬

লেখক পরিচিতি ..... ৩০

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ ..... ৩২

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া ..... ৩৩

মাসজিদে আসা-যাওয়ার গুরুত্ব ..... ৩৩

সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেয়ার নিন্দা ..... ৩৩

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের ধরন ..... ৩৩

রুকূ ও সাজদায় তিনি যেসব তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ..... ৩৪

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহূদির নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রেখে খাবার কিনেছিলেন ..... ৩৪

তাঁর আচরণ ..... ৩৪

ঘরে তিনি যেসব কাজ করতেন ..... ৩৪

ইন্তেকালের সময় রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ ..... ৩৫

তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না ..... ৩৫

কেউ কোনো কিছু চাইলে তিনি কখনো 'না' বলেননি ..... ৩৫

তাঁর গৃহে কখনো কোনো সন্ধ্যায় এক সা পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল না ..... ৩৬

এক ইয়াহূদির নিমন্ত্রণে নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাড়া দিয়েছিলেন ..... ৩৬

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোনো খেজুর ও পানি ছিল না ..... ৩৬

তিনি কখনো পেটভরে গমের রুটি খাননি ..... ৩৬

তাঁর গৃহে কখনো কখনো একমাস পর্যন্ত কোনো রুটি বানানো হয়নি ..... ৩৭

দাস যেভাবে বসে খাবার খায়, তিনিও সেভাবে খাবার খেতেন ..... ৩৭

দীর্ঘদিন তিনি পেটভরে উষ্ণ খাবার খাননি ..... ৩৭

তিনি বিলাসী পানীয় পরিহার করেছেন ..... ৩৮

বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ..... ৩৮
নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্য ..... ৩৮
তিনি এক সাহাবির জামার দীর্ঘ হাতা কেটে দেন..... ৩৮
তিনি যেসব পোশাক পরতেন না..... ৩৯
রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদের বিবরণ..... ৩৯
ছবি-সজ্জিত ঘরে নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রবেশ করেননি..... ৪০
পোশাকের দীনতা ঈমানের অংশ..... ৪০
আহলুস-সুফফার সাহাবিদের কাপড়ের টানাপড়েন ..... ৪০
নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ উলের বস্ত্র পরিধান করতেন.. ৪১
সফরে কয়েকজন সিয়ামহীন সাহাবির প্রশংসায় নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ..... ৪১
নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিদিন একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা করতেন ..... ৪১
দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয় .....৪২
যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু খাবারের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ .....৪২
জীবনের নিগূঢ় রহস্য জানতে পারলে মানুষ অল্প হাসতো ও অধিক কাঁদতো.....৪২
আগামীকালের জন্য খাবার মজুদ করার উপর নিষেধাজ্ঞা .....৪২
নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঠ বা টিনের গোল পাত্রে খাবার খেতেন ৪৩
আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও ন্যূনতম জীবনোপকরণে পরিতৃপ্তিই সফলতার পরিচায়ক ..... ৪৩
নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্লেটে কখনো কোনো খাবার অবশিষ্ট থাকতো না.....৪৪
দুনিয়াতে অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন করা উচিত .....৪৪
আগামীকালের অপেক্ষায় না থেকে সময়কে কাজে লাগানো উচিত .....৪৪
জান্নাতবাসীর মৃত্যু নেই.....৪৪
নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালো খাবার একলা খেয়ে তৃপ্ত হতেন না ৪৫
কৃপণতা না করার উপদেশ ..... ৪৫
কয়েকটি সূরার ভারী নির্দেশ নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছিল..... ৪৫
আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করার চক্ষু লাভের জন্য দুআ ..... ৪৫

# মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া

## মাসজিদে আসা-যাওয়ার গুরুত্ব

[১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, " مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ। যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন।"

## সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেয়ার নিন্দা

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো—যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, " ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنِهِ أَوْ أُذُنَيْهِ। সে তো এমন লোক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।" '

## রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের ধরন

[৩] আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের ধরন কেমন ছিল?' জবাবে তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে—যে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় সালাত আদায় করতে সক্ষম? তাঁর আমল ছিল মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম।'

### রুকূ ও সাজদায় তিনি যেসব তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন

[৪] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু ও সাজদায় এসব তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন—"سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" এটি ছিল কুরআনে [সূরা আন-নাছর-এ] বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ।' [তুলনীয়: বুখারি, *সহীহ্*, অধ্যায় ৬৫, সূরা ১১০, পরিচ্ছেদ ২, হাদীস নং ৪৯৬৮ (বাইতুল আফকার সংস্করণ)]

### রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহূদির নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রেখে খাবার কিনেছিলেন

[৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহূদির নিকট থেকে বাকিতে খাবার কিনেছিলেন, আর জামানত হিসেবে ইয়াহূদিকে দিয়েছিলেন নিজের বর্ম।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৯; ১০; ১৯৫]

### তাঁর আচরণ

[৬] আবূ আব্‌দিল্লাহ জাদালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পরিবারের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল?' জবাবে তিনি বললেন, 'আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখনো কাউকে অশিষ্ট কথা কিংবা গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতেন।'

### ঘরে তিনি যেসব কাজ করতেন

[৭] একব্যক্তি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেওয়া, জুতা

মেরামত করা ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৮; ২১০]

[৮] আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ঢুকে কী কাজ করতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর সালাতের সময় হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ২১০]

## ইন্তেকালের সময় রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ

[৯] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [ইন্তেকালের সময়] দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট—এসবের কোনো কিছুই রেখে যাননি; এবং তিনি কোনো কিছুর অসিয়তও করে যাননি।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ১০; ১৯৫]

[১০] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার-দিরহাম কিংবা দাস-দাসী—কোনো কিছুই রেখে যাননি; তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম—যা ত্রিশ সা' খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসেবে এক ইয়াহূদির নিকট সংরক্ষিত ছিল।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ৯; ১৯৫]

## তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না

[১১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, নতুবা খেতেন না।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৪]

## কেউ কোনো কিছু চাইলে তিনি কখনো 'না' বলেননি

[১২] জাবির ইবনু আব্‌দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি।'

## তাঁর গৃহে কখনো কোনো সন্ধ্যায় এক সা পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল না

[১৩] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, " وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسٰى فِىْ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ তাঁর শপথ—যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর এমন কোনো সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি যখন তাঁদের নিকট এক সা' পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল।" অথচ তখন তাঁর ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর।'

[১৪] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না পছন্দ হলে খেতেন, নতুবা চুপ থাকতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১১]

## এক ইয়াহূদির নিমন্ত্রণে নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাড়া দিয়েছিলেন

[১৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ইয়াহূদি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবের রুটি ও বাসি গন্ধযুক্ত চর্বি খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।'

## দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোনো খেজুর ও পানি ছিল না

[১৬] কুররা ইবনু ইয়াস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে বলেন 'আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দুই কালো খাবারের কোনোটিই ছিল না। তুমি কি জানো, দুই কালো খাবার কী? ছেলে জবাব দিলেন, 'না।' তিনি বললেন, 'খেজুর ও পানি।'

## তিনি কখনো পেটভরে গমের রুটি খাননি

[১৭] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'হায় আফসোস! নাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন; তিনি তো পেটভরে গমের রুটি খাননি!'